প্রস্তাবনা

বাঁকুড়া আমার জন্মভূমি কৈশোরের ক্রীড়াভূমি, বাঁকুড়া আমার যৌবনের কর্মস্থল। তাই বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আমার সার্বিক সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে গ্রথিত। জন্মভূমির প্রতি আন্তরিক ভালবাসার টানে বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদের বহুমুখী বৈচিত্র্যটিকে আলোকপাত করতে আমি আমার গবেষণা কর্মটিকে নির্বাচন করেছি। এই লাল মাটির দেশ বাঁকুড়ার প্রাচীন ঐতিহ্য হল লোকমুখে প্রচলিত ও লোকশ্রুত বাহিত বাঁকুড়ার প্রবাদ। লুপ্তপ্রায় প্রবাদকে কেন্দ্র করে, এখনও কোন গবেষণা কর্ম গোচরে আসেনি। তাই আগ্রহী হয়েছি এই বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করতে। নিবিড় পাঠ, প্রগাঢ় চর্চা, সূক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রবাদের বিবর্তনের ইতিহাস। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ও ভাষা নদীর মতো বহমান ও পরিবর্তনশীল। অতীতের সমাজ ও ভাষার সঙ্গে বর্তমান সমাজ ও ভাষার যোগসূত্র স্থাপন করেছে প্রবাদ। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং দীর্ঘ অনুশীলণের মাধ্যমে সমাজে প্রবাদের গুরুত্ব, প্রবাদ চর্চা, প্রবাদ সংরক্ষণ, প্রবাদ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় প্রচলিত ভাষার সাথে মান্য চলিত ভাষার কতখানি সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, সামাজিক স্তর ভেদে ভাষা কতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ, উচ্চরণ ভেদে আঞ্চলিক ভাষা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা অন্বেষণ করাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি প্রবাদ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক-লিঙ্গ বৈষম্যেও প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা আমার গবেষণা কর্মের অপর একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য আমার পরিকল্পিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগৃহীত তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ পূর্বক কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদ : ''সমাজ ও ভাষার প্রেক্ষিতে'' প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি 'প্রস্তাবনা' ও 'কথাশেষ' বাদে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নে বিবৃত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ''বাঁকুড়া জেলার তথ্য পরিসংখ্যান ও ভাষাঞ্চল''— এই অধ্যায়ে বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি, প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমি, জেলার উদ্ভব সহ 'বাঁকুড়া' নামের তাৎপর্যটি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, পূর্ব বাঁকুড়া, উত্তর বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী মানুষের মুখে ভাষা বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। তিনটি অঞ্চলে ভাষার উচ্চারণগত প্রভেদটি বিশেষ রূপে দেখানো হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : "প্রবাদঃ লোকসমাজ-বৈশিষ্ট্য-ইতিহাস"— এই অধ্যায়ে প্রবাদের সংজ্ঞা, উৎস সহ প্রবাদ চর্চায় বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদের নাম ও পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রবাদের সাথে বচন, প্রবচন, প্রবাদাঙ্গ, ধাঁধা, ছড়ার পার্থক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : "ভাষাবৈচিত্র্যঃ সামাজিক স্তরভেদ" — এই অধ্যায়ে সামাজিকস্তর ভেদে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, জাতির ভাষা বৈচিত্র্যটি তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কিভাবে সামাজিক স্তরভেদে প্রবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যেমে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ফুটে ওঠে।

চতুর্থ অধ্যায় : "ভাষাবৈচিত্র্যঃ মান্য প্রবাদের সাথে বাঁকুড়ার প্রবাদের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য" — এই অধ্যায়ে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক রূপটিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঁকুড়ার উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিকটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়ার মৌখিক ভাষার সাথে সাহিত্যে মান্য ভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যটিকে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : "প্রবাদে সমাজের আঙ্গিকগত পরিকাঠামো" — এই অধ্যয়টিতে উল্লেখিত প্রবাদের মাধ্যমে পরিবারের অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কৃতিকে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : "বাঁকুড়ার সংগৃহীত প্রবাদমালা : শব্দগত অভিনবত্ব বা প্রসঙ্গিক বিষয়" — এই অধ্যায়ে বাঁকুড়ার সংগৃহীত প্রবাদের নিজস্ব শব্দ, অর্থ, উৎস, মন্তব্য এবং বিকল্প প্রবাদগুলিকে ছকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : "প্রবাদঃ অতীত ও বর্তমান" — এই অধ্যায়ে প্রবাদে অতীতের স্মৃতিচারণা করা হয়েছে সাথে সাথে বর্তমান সমাজে প্রবাদ চর্চা ও সংরক্ষণের দিকগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

কথাশেষ : বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী মনোভাবের শিকার হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি। অর্থাৎ প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির বিপন্নতার মূল কারণ বিশ্বায়ন। তাই অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহক, উৎসুক গবেষক, কৌতুহলী পাঠকবর্গকে উৎসাহী মননে এগিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, তবেই লুপ্তপ্রায় প্রবাদগুলির সংরক্ষণ হবে, বেঁচে থাকবে সমাজ-ভাষা-সংস্কৃতি। কষ্টসাধ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিজস্ব উপলব্ধি এবং সুদূর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে কথাশেষ নামাঙ্কিত উপসংহারে।

এই অধ্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের কথা, তাদের খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক অবস্থা। এমনকি নারী-পুরুষের ব্যাক্তি জীবনের হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, কলহ-বিবাদ, শান্তি-মৈত্রী এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রবাদের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাঁকুড়ার ভাষার সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভাব, যোগযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট অনুন্নত, কৃষি নির্ভর জীবনযাত্রা, ছোট ছোট ব্যবসা গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যতটা শিল্প গড়ে ওঠার প্রয়োজন ততাটা শিল্প গড়ে ওঠেনি তাই চাকরির সুযোগ এখানে সীমিত। যদিও উন্নয়নের নানান পরিস্থিতি পরিলক্ষিত — অবাঞ্ছিত বন জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণ, নদ-নদীর জল ধরে রাখার প্রকল্প, ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে পর্যটন কেন্দ্র, কয়লা খনির হদিশ (মেজিয়া, শালতোড়া, বড়জোড়া) পাওয়া গেছে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সাতটি অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রবাদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার সমাজ ও ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আলোচিত ‘প্রস্তাবনায়’ সবিনয়ে নিবেদনের সাথে স্বীকার করছি যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সর্বপ্রথম আমি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক ড. সরোজ কুমার পান মহাশয়কে, তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমার দুরূহ গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমার গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানীয় অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী, যাঁর আন্তরিক সহযোগিতায় আমার গবেষণা কর্মটির ব্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক ড. নরেন্দ্রনাথ মালস এবং শালডিহা কলেজের অধ্যাপক ড. বিধান চন্দ্র মুখার্জ্জী মহাশয়দ্বয়কে যাঁদের সহযোগিতায় আমার গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার সেইসব বাঁকুড়াবাসী ভাই-দাদা-বন্ধু-ছাত্র-ছাত্রীদের কথা যারা আমার ক্ষেত্রসমীক্ষাকে পুষ্ট করেছে আন্তরিকতার সাথে। তারা কায়মনবাক্যে অবলীলার সাথে আমার দুর্গম পথের সাথী হয়েছে। আমার গবেষণা কর্মেও পরিপূর্ণতার জন্য সাহায্য নিয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বাঁকুড়া জেলার সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের

লাইব্রেরি, বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি। তাছাড়া আদমশুমারির তথ্য গ্রহণে সহায়তা করেছেন বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের BDO office এর কর্মচারী, মিলন সাহা এবং সৌম্য মুখার্জী মহাশয়গণ। তাঁদের জানায় অসংখ্য ধন্যবাদ।

কৃতজ্ঞতা জানায় আমার স্বর্গীয় প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সম্মানীয় ড. গোকুলানন্দ নাগ মহাশয়কে, যাঁর সহায়তায় গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

ধন্যবাদ জানায় সেইসব প্রান্তিক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলিকে, যাদের আলাপ আলোচনায় অনেক কিছু নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছি। জন্মভূমি বাঁকুড়া শহরকে নতুন ভাবে জেনেছি। বাঁকুড়ার অতীতকে টেনে এনে মানুষগুলির আঁতের কথা জানতে পেরেছি। তাদের আন্তরিক দরদ, মমত্ববোধ সংগ্রামী জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-আহ্লাদের বিষয়গুলি আমার গবেষণা কর্মটিকে পুষ্ট করেছে। সহজ-সরল-অনাড়ম্বর মানুষগুলির জীবনাচারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন সৎ মানুষ হয়ে উঠার প্রেরণা জাগিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আমার গবেষণা কর্মের মূল প্রেরণা শক্তি আমার স্বর্গীয় ঠাকুমা-দিদিমা। ইহজীবন ত্যাগ করলেও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া সহজাত ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি আমার সার্বিক সত্ত্বার সাথে আঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আমার গবেষণা কর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা শক্তি আমার মা এবং বাবা। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। বাবার ব্যবসা এবং মায়ের সংসারের হাজারো কাজ-কর্ম দূরে রেখে গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বদা পাশে থেকেছেন। ঈশ্বরতুল্য বাবা-মার আশীর্বাদে আমার গবেষণা কর্মটি সফলতা পাবে তার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখি।

এছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে চিরঋণী তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি।

বিনীত

তনুশ্রী দে